بسم الله الرحمان الرحيم

শরি'আহ্ পরিপালন অগ্রসর বিষয়ক প্রতিবেদন-২০২৪

(Report on Shari'ah Progress, Bangal Islami Life Insurance Ltd.

For the year ended Decdember 31, 2024)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

১. ভূমিকা:

বেঙ্গল ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি.-এর পূর্ব নাম এনআরবি গ্লোবাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি.। এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ২৬ আগস্ট, ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ২০২১ খ্রিঃ সনের শুরুর দিকে কোম্পানি ইসলামি ধারায় পরিচালিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের ৪৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে এর নাম পরিবর্তন করে 'বেঙ্গল ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড' (بينغل إسلامي ليف انشورنس ليميتيد) করা হয়। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে নাম পরিবর্তনের জন্য অনাপত্তি পত্র প্রদান এবং আরজেএসসি থেকে ১৩ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে কোম্পানির নাম পরিবর্তনের সনদ প্রাপ্তির পর কোম্পানি 'বেঙ্গল ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড' নামে তার কার্যক্রম নতুন করে শুরু করে। শরি'আহসম্মতভাবে কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জুন, ২০২২ সালের মে মাসে শরি'আহ্ সুপারভাইজরি বোর্ড গঠিত হয়।

২. শরি'আহ্ বোর্ড এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্র: নং	সদস্যবৃন্দের নাম	পদবী
১.	জনাব মুফতি মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহহিল বাক্বী	চেয়ারম্যান
২.	জনাব শাহ মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ, সিএসএএ	সদস্য
৩.	জনাব মুফতি আবদুল্লাহ আল মাসুম, সিএসএএ	সদস্য সচিব
৪.	জনাব মোস্তফা আজাদ চৌধুরী	সদস্য
৫.	জনাব এম.এম. মনিরুল আলম	সদস্য (পদাধিকার বলে)

৩. শরি'আহ্ কনসালট্যান্ট:

শরি'আহ্ সুপারভাইজরি বোর্ড সভার দ্বিতীয় সভায় (১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২) শরি'আহ্ বাস্তবায়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শরি'আহ্ সদস্য সচিব মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম (সিএসএএ) সাহেবকে সকলের সম্মতিতে 'শরি'আহ্ কনসালট্যান্ট' হিসাবে নিয়োগ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ থেকে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। তিনি প্রতি সপ্তাহে সশরীরে অন্তত একদিন হেড অফিসে এসে শরি'আহ্ পরিপালন বিষয়ে সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর উদ্যোগে কোম্পানির তাকাফুল মডেল প্রণীত হয়, 'শরি'আহ্ প্রতিবেদন-২০২৩' প্রথম প্রকাশিত হয়। এছাড়া কোম্পানির যাবতীয় প্রডাক্ট, আইটি সিস্টেম, বীমা দলীল, শিডিউল, প্রস্তাবপত্র, ব্রোশিয়র ইত্যাদি ডকুমেন্টস শরি'আহ্ সম্মত উপায়ে তৈরি করার উদ্যোগ নেয়া হয়। পাশাপাশি তাঁর তত্ত্বাবধানে শরি'আহ্ অপারেশন গাইডলাইন, শরি'আহ্ বাই লজ তৈরি করা হয় । পরবর্তীতে সেগুলো শরি'আহ্ বোর্ড সভা ও পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৪. এক নজরে ২০২৪ ঈ. বর্ষে শরি'আহ্ পরিপালন বিষয়ক প্রতিবেদন *(জানুয়ারি, ২০২৪-ডিসেম্বর, ২০২৪)*

৪.১.। শরি'আহ্ সুপারভাইজরি বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভা ও শরি'আহ্ কনসালট্যান্ট কর্তৃক আয়োজিত শরি'আহ্ সভাসমূহ

24-9-25

প্রতি সপ্তায় শরি'আহ্ বোর্ডের মেম্বার সেক্রেটারি ও কোম্পানির শরি'আহ্ কনসালট্যান্ট কর্তৃক কোম্পানির শরি'আহ্ পরিপালন অগ্রসর করা বিষয়ে ম্যানেজম্যান্ট কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত শরি'আহ্ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার সংখ্যা প্রায় **৪০টি।**

উল্লেখ্য, ২০২৪ ঈ. সনে ৩০ মে একটি শরি'আহ্ সুপারভাইজরি বোর্ড সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে অভ্যন্তরীণ শরি'আহ্ সভা সমূহের সিদ্ধান্তসমূহ উত্থাপন ও অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। কোম্পানির শরি'আহ্ পরিপালনের পূর্ব কাজসমূহ (ডকুমেন্টশন, আইটি সিস্টেম ইত্যাদি) শরি'আহ্ অনুযায়ী বাস্তবায়নের জন্য শরি'আহ্ বোর্ড থেকে শরি'আহ্ বোর্ড এর মেম্বার সেক্রেটারি ও শরি'আহ্ বোর্ড থেকে সুপারিশকৃত শরি'আহ্ কনসালট্যান্ট নিয়মিত সভা আয়োজন ও শরি'আহ্ পরামর্শ কার্যক্রম অগ্রসর করায় শরি'আহ্ সুপারভাইজরি বোর্ড সভা উক্ত বছর একটির বেশি করার প্রয়োজন হয়নি। এ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন ও অন্যান্য শরি'আহ্ বাস্তবায়ন পূর্ব কাজ উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হওয়ায় পরবর্তী বছর থেকে নিয়মিত শরি'আহ্ বোর্ড মিটিং করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপরন্তু উক্ত বছর দেশের রাজনৈতিক গোলযোগের কারণেও নিয়মিত সুপারভাইজরি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি।

৪.২. তাকাফুল ও শরি'আহ্ সচেতনতামূলক ট্রেইনিং সেশন:

কোম্পানির বিভিন্ন স্তরের জনবলকে তাকাফুল বিষয়ে সচেতন করতে বছরব্যাপী নানা ধরণের সেশন পরিচালনা করা হয়েছে। বছরব্যাপী কোম্পানির সম্মানীত শরি'আহ্ কনসালট্যান্ট মোট ০৫টি সেশন পরিচালনা করেছেন। যথা--১৭ আগস্ট, ২০২৪, ৪, ৭, ও ৮ নভেম্বর, ২০২৪ ও অক্টোবরে অনুষ্ঠিত কোম্পানির বার্ষিক ব্যবসায়িক কনফারেন্সে প্রায় ৬০০ উন্নয়ন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বিশেষ তাকাফুল সেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী বছরে শরি'আহ্ সেশন ও ট্রেনিং আরও পরিকল্পিত ও ব্যাপকভাবে পরিচালনার জন্য বছরব্যাপী শরি'আহ্ ট্রেইনিং ক্যালেন্ডার প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৪.৩. শরি'আহ্ পরিপালন অগ্রসর করা বিষয়ক নানা কার্যক্রম:

গত ২০২৪ ঈ. বর্ষে কোম্পানির শরি'আহ্ পরিপালন অগ্রসর করা নিয়ে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এখনও তা চলমান আছে। সংক্ষেপে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১। আইডিআরএ কর্তৃক প্রস্তাবিত ইসলামি বীমা বিধিমালা-২০২৪ বিষয়ে কোম্পানির পক্ষ থেকে শরি'আহ্ কনসালট্যান্ট কর্তৃক শরি'আহ্ মতামত প্রদান।

২। কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবে শরি'আহ্ কনসালট্যান্ট মহোদয় তাকাফুল মডেল প্রণয়ণ বিষয়ে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনে (বিআইএ) ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টগণের সাথে বৈঠক করেন এবং কোম্পানির শরি'আহ্ কনসালট্যান্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত তাকাফুল মডেল বিষয়ে বিআইএ একমত পোষণ করেন। পরবর্তীতে বিআইএ কর্তৃক আইডিআরএ-বরাবর তা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে।

৩। শরি'আহ্র অপারেশন গাইড লাইন অনুযায়ী সকল তাকাফুল সুবিধা (মৃত্যু সুবিধা, স্বাস্থ্য তাকাফুলের সুবিধা, ম্যাচুয়িরিটি ইত্যাদি) প্রদান করা হয়েছে।

৪। ক্লেইম এবং ম্যানেজম্যান্ট কমিটিতে শরি'আহ্ কনসালট্যান্ট নিয়মিত যুক্ত হয়েছন এবং শরি'আহ্র আলোকে ক্লেইম নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৫। আইটি থেকে শরি'আহ্ কম্প্লায়েন্স ড্যাশবোর্ড প্রদর্শন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৬। গ্রুপ তাকাফুলের প্রস্তাব (Proposal) নতুন করে তাকাফুল নীতি অনুসারে তৈরি করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৭। অংশগ্রহণকারীদের বয়স ভিত্তিক তাবাররু ফান্ড কর্তন করে স্বতন্ত্রভাবে হিসাব চালু করা হয়েছে, যা অধিক ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক।

৮। আভ্যন্তরীণ প্রতিটি বিভাগের নীতিমালা, কার্যক্রম শরি'আহ্র অধীন করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি বিভাগীয় প্রধানের সাথে শরি'আহ্ কনসালট্যান্ট শরি'আহ্ মিটিং নিয়মিত পরিচালনা করছেন। যেমন, আন্ডার রাইটিং হেড, গ্রুপ হেড প্রভৃতি। এছাড়া প্রতিনিয়ত আইটি হেড ও একাউন্টস হেডের সাথে নিয়মিত শরি'আহ্ পরিপালনে ফলোআপ করা হচ্ছে।

১০। তহবিলসমূহ পৃথক করা ও এ্যাকউন্টস-এ শরি'আহ্ পরিপালন অগ্রসর করা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যথা-

- কন্ট্রিবিউশন সংগ্রহের জন্য যেসব সুদী ব্যাংকের একাউন্ট রয়েছে, তা থেকে বের হয়ে আসার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (তাকাফুলের বিনিয়োগ ডিপোজিট কোনও সুদী ব্যাংকে আগে থেকেই নেই)
- পলিসি ইস্যু হওয়ার সাথে সাথে আইটি থেকে তহবিল পৃথকিকরণ নিশ্চিত করা হয়।
- সিএফও ডেস্ক থেকে মাসিক ভিত্তিতে তাকাফুলের একটি আর্থিক রিপোর্ট তৈরি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেখানে তহবিল সমূহের আয়-ব্যয় ও বিনিয়োগ বিষয়ক তথ্যাদি থাকবে।
- ওয়াকালাহ্, মুদারাবা ও তাবাররু-এর জন্য স্বতন্ত্র ও পৃথক ব্যাংক একাউন্ট বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- পরিচালন ও অপারেশন খরচ ওয়াকালাহ তহবিল দিয়ে মেটানো সম্ভব না হলে অতিরিক্ত খরচ শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড থেকে নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেনো মুদারাবা ও তাবাররু তহবিল সুরক্ষিত থাকে।

৪.৪ এক নজরে কোম্পানির কনভেনশন ও তাকাফুল তহবিল সমূহের আর্থিক বিবরণ:

তাকাফুল ফান্ড (২০২৪, জানু-ডিসেম্বর)

বেঙ্গল ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স আইনগতভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি জীবন বীমা কোম্পানি। তবে কোম্পানি শুরু থেকে প্রায় ৯ বছর কনভেনশনাল পদ্ধতিতে ব্যবসা করে এসেছে। ২০২২ এর মাঝামাঝি থেকে যথাযথ অনুমোদন গ্রহণ করত শরি'আহ্ ভিত্তিক কার্যক্রম শুরু করে। তখন মূলত পূর্বে কনভেনশনাল পদ্ধতিতে যেসব পলিসি বিক্রয় হয়েছিল, সেগুলো নতুন করে ইস্যু করা বন্ধ করা হয়। সেগুলো এখন কেবল রিনিউয়াল চলমান। নতুন করে যেসব পলিসি ইস্যু হচ্ছে, তা কেবল তাকাফুল পদ্ধতিতে হচ্ছে। যেহেতু এখনও কনভেনশনাল পলিসি (রিনিউয়াল) রয়ে গিয়েছে, তাই অভ্যন্তরীণভাবে দুটি হিসাব সম্পূর্ণ আলাদা করা হয়েছে। তাছাড়া তাকাফুল ব্যবসার প্রতিটি তহবিল (মুদারাবা, ওয়াকালাহ ও তাবাররু) স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তাবাররু ও মুদারাবা তহবিলের বিনিয়োগও **শরি'আহ্**সম্মত খাতে নিশ্চিত করা হয়েছে।

৪.৫ শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড থেকে ঋণ (ক্বরদ) গ্রহণ

২০২৪ অর্থ বছরে ওয়াকালাহ তহবিলে অতিরিক্ত খরচ হয়েছে- **৬৬,৪০,৮৬৮** টাকা। পূর্বের বছরের জের সহ তা দাঁড়িয়েছে- **২,৪৬,৬৭,২৩৯** টাকা। উক্ত অতিরিক্ত খরচ শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড থেকে ক্বরদ হিসাবে নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। যা উক্ত টেবিলে দেখানো হয়েছে। পরবর্তী বছর খরচ কমিয়ে এনে তা শোধ করার উদ্যোগ নিতে হবে। বস্তুত উক্ত খরচের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন স্থায়ী সম্পদে পরিণত হয়েছে। যেমন, অফিস আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম।

প্রকাশ থাকে যে, শেয়ার হোল্ডার্স তহবিলের একটি অংশ কারেন্ট স্ট্যাটাসে নিতে হবে। যেনো অতিরিক্ত খরচগুলো ভবিষ্যতে প্রতি মাসের হিসাবে সরাসরি শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড থেকে নেয়া যায়। পাশাপাশি খরচ কমিয়ে নিয়ে আসার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। নিম্নে উক্ত বিষয়টি একটি ফ্লো চার্টে দেখানো হল-

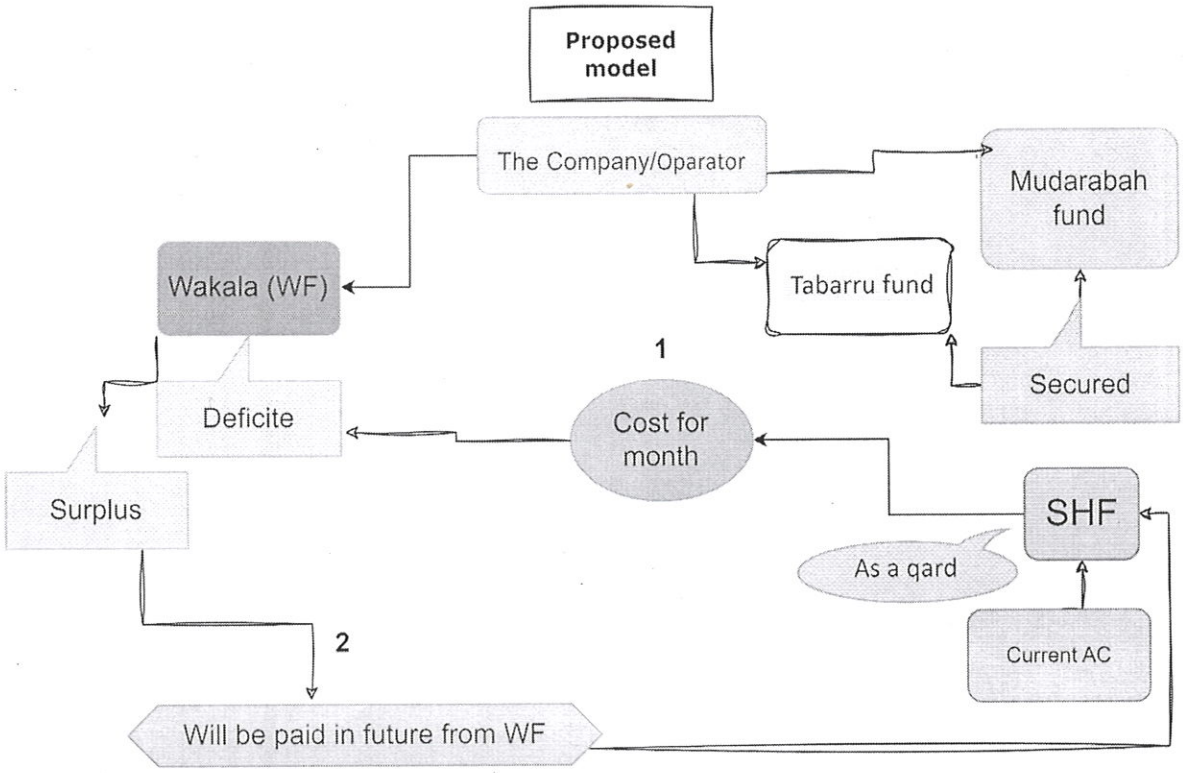

৪.৬. মুনাফা বিতরণ

বেঙ্গল ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের মুনাফা বিতরণ প্রক্রিয়াটি প্রতিষ্ঠানের "তাকাফুল অপারেশন গাইডলাইন" এবং শরি'আহ্‌র মুদারাবা নীতির উপর ভিত্তি করে অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে বাস্তবায়ন করা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ বিষেয়ে ইতোমধ্যে যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ও কাজ চলমান রয়েছে-সংক্ষেপে তা হল-

মুদারাবা তহবিল ও মুনাফা বন্টনের নীতিমালা

কোম্পানিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মূলত দুই ধরনের মুদারাবা তহবিল রয়েছে, যেগুলোর মুনাফা বন্টনের হার নির্দিষ্ট করা আছে:

ক. গ্রাহকদের মুদারাবা তহবিল (Participants' Investment Fund - PIF): এই তহবিলের অর্জিত মুনাফা গ্রাহক এবং কোম্পানির মধ্যে ৯০:১০ অনুপাতে বন্টিত হবে।

- গ্রাহকের অংশ: **৯০%**
- কোম্পানির অংশ (মুদারিব হিসেবে): **১০%**

খ. তাবাররু মুদারাবা তহবিল (Participants' Risk Fund - PRF): এই তহবিলের অর্জিত মুনাফা তাবাররু তহবিল এবং কোম্পানির মধ্যে ৯০:১০ অনুপাতে বন্টিত হবে।

- তহবিলের অংশ: **৯০%**
- কোম্পানির অংশ (মুদারিব হিসেবে): **১০%**

মুনাফা গণনা ও বিতরণ পদ্ধতি

মুনাফা গণনা এবং তা তহবিলভিত্তিক বন্টনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে:

১. **মূলধন নিরূপণ:** প্রথমে কোম্পানির মোট বিনিয়োগ থেকে কনভেনশনাল ও শেয়ারহোল্ডারদের মূলধন পৃথক করে শুধুমাত্র তাকাফুল সংশ্লিষ্ট (গ্রাহক মুদারাবা ও তাবাররু) তহবিলের মোট মূলধন নিরূপণ করা হয়।

২. **মুনাফা পৃথকীকরণ:** মোট অর্জিত আয় থেকে কনভেনশনাল ও শেয়ারহোল্ডারদের তহবিলের আয় বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তাকাফুল বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা আলাদা করা হয়।

৩. **আনুপাতিক হার নির্ধারণ:** তাকাফুল বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মোট মুনাফাকে গ্রাহক মুদারাবা ও তাবাররু তহবিলের নিজ নিজ বিনিয়োগের অনুপাতে ভাগ করা হয়।

৪. **নীতিমালা অনুযায়ী বণ্টন:** প্রতিটি তহবিলের জন্য অর্জিত মুনাফা পূর্বনির্ধারিত হার ৯০:১০ অনুযায়ী গ্রাহক/তহবিল এবং কোম্পানির মধ্যে বণ্টন করা হয়।

৫. **গ্রাহক পর্যায়ে বণ্টন:** সবশেষে, গ্রাহক মুদারাবা তহবিলের প্রাপ্য মুনাফা **Investment-Specific Rate of Return (ISR)** পদ্ধতি (ম্যানুয়াল) অনুসারে প্রত্যেক গ্রাহকের মাঝে তাদের নিজ নিজ মূলধনের অনুপাতে ও পলিসির চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন করা হয়।

তহবিলভিত্তিক মুনাফা বণ্টন

১. **তাবাররু তহবিলের মুনাফা বণ্টন:** তাবাররু তহবিলের বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মোট মুনাফা ৩৭,৭৭,৭০২ **টাকা**। এই মুনাফা ৯০:১০ হার অনুযায়ী বণ্টিত হয়েছে:

- **তাবাররু তহবিলের প্রাপ্য (৯০%): ৩৩,৯৯,৯৩২** টাকা (এই অর্থ তহবিলের সামর্থ্য বৃদ্ধি করবে এবং ভবিষ্যৎ দাবি পূরণে ব্যবহৃত হবে)।
- **কোম্পানির প্রাপ্য (১০%): ৩,৭৭,৭৭০** টাকা (তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য মুদারিব হিসেবে)।

২. **গ্রাহক মুদারাবা তহবিলের মুনাফা বণ্টন:** গ্রাহকদের মুদারাবা তহবিল থেকে অর্জিত মোট মুনাফা ১,১৭,৬৭,৩০১ **টাকা**। এই মুনাফা ৯০:১০ অনুপাতে বণ্টিত হবে।

- **গ্রাহকদের প্রাপ্য (৯০%): ১,০৫,৯০,৫৭১** টাকা।
- **কোম্পানির প্রাপ্য (১০%): ১১,৭৬,৭৩০** টাকা (তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য মুদারিব হিসেবে)।

গ্রাহকদের প্রাপ্য মোট মুনাফার অংশ, অর্থাৎ ১,৩৯,৯০,৫০২ **টাকা**, প্রত্যেক পলিসিধারী গ্রাহকের মাঝে তাদের নিজ নিজ পলিসির চুক্তি অনুসারে বণ্টন করা হবে। এই বণ্টন প্রক্রিয়াটি **Investment-Specific Rate of Return (ISR)** পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে, যা প্রতিটি গ্রাহকের জন্য সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করে।
এই মুনাফা বণ্টনের হার প্রতিটি গ্রাহকের জন্য একরকম নয়; তা গ্রাহকের নির্বাচিত তাকাফুল পরিকল্পনা (Takaful Plan) এবং মেয়াদের উপর নির্ভরশীল। পরিকল্পনা এবং মেয়াদ ভেধে মুনাফা বণ্টনের অনুপাত (গ্রাহক:কোম্পানি) ভিন্ন ভিন্ন হবে।

দ্রষ্টব্য যে, মুদারাবা তহবিল ও তাবাররু তহবিলের উপরোক্ত মুদারাবা মুনাফা বণ্টন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন। মুনাফা বণ্টন সঠিকভাবে করার জন্য ইতোমধ্যে আইআইএসআর মেথড গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর উপর ট্রেইনিংও প্রদান করা হয়েছে। আমরা আশা করছি, ইনশাআল্লাহ, আগামী অর্থবছর থেকে তা **শরি'আহ্** সম্মত উপায়ে কার্যকর করা যাবে। এর জন্য আইটি টিম ও একাউন্টস টিম যৌথভাবে **শরি'আহ্** কনসালটেন্স ও এক্সটার্নাল এক্সপার্ট এর সহযোগিতায় কাজ করে যাচ্ছেন।

৫. শরি'আহ্ পরিপালন অগ্রসর করা সংক্রান্ত বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণ উপায়

বস্তুত বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ইসলামি বীমা শিল্পের জন্য স্বতন্ত্র কোনও আইন, শরি'আহ্ গাইডলাইন নেই। রেগুলেটরী পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কোনও দিক-নির্দেশনা নেই। এ অবস্থায় জীবন বীমায় ইসলামি অনুশীলন বাস্তবায়ন করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষত উক্ত কোম্পানি প্রায় ৯ বছর কনভেনশাল সুদী পদ্ধতিতে জীবন বীমা ব্যবসা করে এসেছে। মাত্র দুই বছরের কিছু বেশি হল, শরি'আহ্ উপায়ে জীবন বীমা ব্যবসা পরিচালনা করছেন। এক্ষেত্রে শরি'আহ্ রূপান্তর বেশ কঠিন। শুরু থেকে একটি কোম্পানিকে শরি'আহ্ভাবে পরিচালিত করা যতোটা সহজ, এখানে তা বহুগুণে কঠিন ও সময়সাপেক্ষ বিষয়। তবে অসম্ভব নয়। পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ শরি'আহ্ পরিপালনে অগ্রসর হওয়ার বিষয়ে একমত। সে লক্ষ্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। এর বড় একটি নির্দশন হল, শরি'আহ্ পরিপালন শুরু করার পর নতুন করে কনভেনশনাল পদ্ধতিতে কোনও পলিসি বিক্রয় করা হয় না। সেগুলো শুধু Renewal চালু আছে। তবে এখনও নানা ক্ষেত্রে শরি'আহ্ পরিপালন নিশ্চিত করার কাজ চলমান। এক্ষেত্রে মৌলিক কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যথা-

১. কোম্পানির ওয়াকালাহ তহবিলের ব্যায় তার আয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে না। আপাতত সাময়িকভাবে অতিরিক্ত খরচ শেয়ার হোল্ডার্স তহবিল থেকে ক্বরদ হিসাবে নেয়া হচ্ছে। তবে সেটি আরও স্বচ্ছ করতে হবে, পাশাপাশি ভবিষ্যতে খরচ কমিয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২. মুদারাবার মুনাফা বন্টন প্রক্রিয়া, ক্যালকুলেশন কার্যক্রমে স্বীকৃত সফটওয়্যার এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ম্যানুয়াললি করা যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে আবাবিল বা অন্য কোনও সফটওয়্যার গ্রহণ করা যেতে পারে। এর জন্য স্বতন্ত্র আইটি প্রশিক্ষণ ও দক্ষ জনবলও নিশ্চিত করতে হবে।

৩. কোম্পানির সকল স্তরের কর্মী, গ্রাহকগণের মাঝে তাকাফুল বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা ছড়িয়ে দেয়া জরুরী। এর জন্য বছরব্যাপী ট্রেইনিং ও ওয়ার্কশপ শিডিউল করে সেশন চালু রয়েছে।

৪. তাবাররু তহবিলের উদ্বৃত্ত/ঘাটতি হিসাব ও বন্টন করা জরুরী। বিশেষত গ্রুপ তাকাফুলে তাবাররু তহবিলের উদ্বৃত্ত বিতরণের প্রক্রিয়া এখনও বাস্তবায় করা যায়নি। অতি দ্রুত তা করতে হবে । এর জন্য স্বতন্ত্রভাবে তাবাররু ও মুদারাবা তহবিলের জন্য স্বতন্ত্র শরি'আহ্সম্মত এ্যাকচুয়ারিয়াল ক্যালকুলেশন সম্পন্ন করতে হবে।

৫. প্রস্তাবপত্র পূরণে এজেন্টদের সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা আরও সুদৃঢ় করতে হেব।

৬. ব্যবসায় সম্প্রসারণের প্রাথমিক বছরে ব্যয় তুলনামূলক বেশি হয়ে থাকে। তবে তাকাফুল কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা ও শরি'আহ্পরিপালনের মানোন্নয়নের স্বার্থে, এ ধরনের ব্যয় সংযত করা জরুরি। এই লক্ষ্যে প্রতি তিন মাস অন্তর ব্যয়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে যৌথভাবে করণীয় নির্ধারণে ব্যবস্থাপনা পরিষদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা উচিত। পাশাপাশি খরচ হ্রাসে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে-

খরচ হ্রাসে সম্ভাব্য কার্যকর উদ্যোগসমূহ:

১. **অনলাইন তাকাফুল সেবা চালু করা:**

ডিজিটাল মাধ্যমে পলিসি ইস্যু, নবায়ন ও দাবি নিষ্পত্তি চালু করলে জনবল ও অফিস পরিচালনা খরচ কমবে।

২. **শরি'আহ্ স্বচ্ছতা উন্নয়ন ও প্রচার:**

স্বচ্ছতা ও শরি'আহ্ পরিপালনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে গ্রাহকের আস্থা বাড়বে, যার ফলে প্রচার খরচ কমবে।

৩. **ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া উন্নয়ন:**

আধুনিক ও ইউজার-ফ্রেন্ডলি ওয়েবসাইট এবং সক্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে কম খরচে অধিক প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪. **শরি'আহ্ ক্লিপ ও ভিডিও সেশন:**

স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভিডিওর মাধ্যমে শরি'আহ্ পরিপালনের চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে।

৫. **এজেন্ট লেয়ার হ্রাস করা:**

কোম্পানির এখনও দীর্ঘ এজেন্ট লেয়ার রয়েছে। ক্রমান্বয়ে সেটি কমিয়ে নিয়ে আসার প্রতি গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে।

৬. **সৎ ও নিষ্ঠাবান এজেন্ট নিয়োগে যত্নবান হওয়া:**

যারা এজেন্ট হিসাবে প্রাথমিকভাবে যুক্ত হবেন, তাদেরকে ক্রমান্বয়ে সাধারণ প্রশিক্ষণ, শরি'আহ্ প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা। এতে সৎ ও নিষ্ঠাবান এজেন্ট গড়ে উঠবে।

৭. **পারফরম্যান্স ভিত্তিক উৎসাহ ভাতা চালু:**

যেসব বিভাগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কম খরচে কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে, তাদের পুরস্কৃত করলে খরচ-সচেতন সংস্কৃতি গড়ে উঠবে।

৮. খরচ কমিয়ে নিয়ে আনার জন্য ত্রৈমাসিক কৌশল নির্ধারণ করা:

প্রতি তিন মাস অন্তর খরচ কমিয়ে আনার জন্য স্বতন্ত্র পরিকল্পনা ও সভা আয়োজন করা। এতে ধারাবাহিকভাবে ১ম বছরের খরচ কমিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। **মোটকথা,** প্রারম্ভিক ব্যয় সীমিত রেখে শরি'আহ্ নীতিমালার আলোকে উন্নয়নকামী সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য উপরোক্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নযোগ্য, সময়োপযোগী এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রতিষ্ঠানের টেকসই প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

কিছু প্রস্তাবনা:

১. পারফরম্যান্স ভিত্তিক উৎসাহ ভাতা চালু:

আন্ডার রাইটিং টিম-কে শরি'আহ্ ট্রেইনিং-এর আওতায় আলাদা করে নিয়ে আসা। যেনো তারা প্রস্তাবপত্র পূরণ ও তদন্তে আরও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

২. IDRA-এর সঙ্গে শরি'আহ্ মতবিনিময়:

যেহেতু স্বতন্ত্র তাকাফুল শরি'আহ্ গাইড লাইন সরকার কর্তৃক জারি হয়নি, সেহেতু কোম্পানি নিজ উদ্যোগে নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে নিয়মিত সংলাপের আয়োজন ও মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শরি'আহ্ পরিপালন সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা ও ওয়াকিফহাল করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

৩. জাতীয় তাকাফুল সেমিনার আয়োজন:

সমমনা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে মিলে যৌথভাবে তাকাফুলের উপর বর্তমান অবস্থান ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং করণীয় নিয়ে সেমিনার করার মাধ্যমে সঠিক তাকাফুল বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা।

৪. বিদেশ ভ্রমণ সীমিতকরণ ও বিকল্প পুরস্কার:

ঘন ঘন বিদেশ সফরের পরিবর্তে পারিবারিক কল্যাণে ব্যয় এবং বিকল্প স্বীকৃতি (যেমন: "Star Performer Award", "Shariah Ambassador Medal", "Umrah Package") চালু করা যেতে পারে। এতে খরচ কমবে এবং কর্মীদের শরি'আহ্ পরিপালনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে ও অনুপ্রেরণা বাড়াবে।

পাশাপাশি বিদেশ সফরের পর রিপোর্টিং ও প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা। সফর থেকে শিখে ফিরে কর্মীদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা শেয়ার ও ট্রেনিং দেওয়া বাধ্যতামূলক করলে সফরের কার্যকারিতা নিশ্চিত হবে। সফরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ নিশ্চিত করাও প্রয়োজন।

৫. অন্য কোম্পানির সদস্য গ্রহণে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা:

যেসব সদস্য অন্য কোম্পানি থেকে আসবেন, তাদের শুধু পেছনের তারিখ থেকে মুদারাবার অংশ নেয়া যথেষ্ট নয়। এর পাশাপাশি অন্যান্য তথ্য ও ইনফরশেনও সঠিক ও সত্যভাবে দিতে হবে ও রিপোর্টিং করতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ অনুশীলন ভালো নয়। এতে তাবাররু ঝুঁকি বেড়ে যায়, পাশাপাশি পরিচালন ব্যয়ও বেড়ে যায়। একটি আদর্শ ইসলামি কোম্পানি আরও উন্নত হওয়ার দাবি রাখে।

৬. ড্রেস কোড চালু করা:

নারী-পুরুষ সকল কর্মীদের জন্য শালীন, ইসলামি সাংস্কৃতি অনুযায়ী ড্রেস কোড চালু করা।

৭. সমৃদ্ধ শরি'আহ্ গভর্ণেন্স কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা:

একটি ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সমৃদ্ধ **শরি'আহ্** গভর্ণেন্স কাঠামো প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কাঠামো সুপারিশ করা হয়েছে-

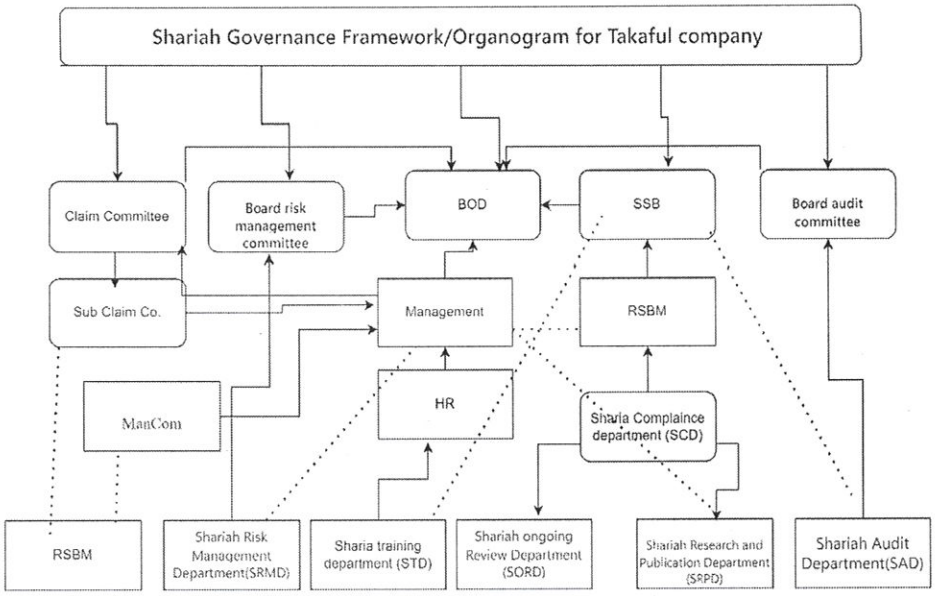

মোটকথা, কোম্পানি দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর কনভেনশনাল পদ্ধতিতে ব্যবসা করে এসেছে। এ পদ্ধতি থেকে পুরোপুরি শরি'আহ্তে রূপান্তর বেশ কঠিন ব্যাপার ও সময়সাপেক্ষ বিষয়। তবে ধারাবাহিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকলে তা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। সেই ধারাবাহিকতা উক্ত কোম্পানিতে দৃশ্যমান, আলহামদুলিল্লাহ। তবে তা আরও অগ্রসর করতে হলে উপরোক্ত চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে ২০২৫ এর জন্য কিছু পরিকল্পনা ও টার্গেট সেট করতে হবে। তবেই ইনশাআল্লাহ, শরি'আহ্ পরিপালন অগ্রসর হওয়া নিশ্চিত হবে।

১০. শরি'আহ্ পরিপালন চিত্র, ২০২৩ ও ২০২৪: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

২০২৩-এ কোম্পানির প্রথম শরি'আহ্ পরিপালন বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। বক্ষ্যমাণ প্রতিবেদনটি কোম্পানির দ্বিতীয় শরি'আহ্ পরিপালন বিষয়ক প্রতিবেদন। দুটি প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করলে যে তুলনা প্রকাশ পায়, তা হল-

মৌলিক কার্যক্রম	
২০২৩	২০২৪
কোম্পানির তাকাফুল মডেল তৈরি	ট্রেইনিং/সেশন
শরি'আহ্র আলোকে নানা ডকুমেন্টস তৈরি (বীমা দলীল, প্রস্তাপত্র ইত্যাদি)	তহবিল পৃথক ও একাউন্টস-এ শরি'আহ্ পরিপালন সংক্রান্ত কাজ
পুরনো ট্রেডিশনাল গ্রাহকদেরকে পৃথক করা	অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিভাগে শরি'আহ্ পরিপালন অগ্রসর করা
গুরুত্বপূর্ণ কিছু শরি'আহ্ পরিপালন অগ্রসর/অর্জন	
২০২৩	২০২৪
বিভিন্ন ডকুমেন্টস শরি'আহ্র আলোকে পুনঃরচনা	০৫টি ট্রেইনিং পরিচালনা
শরি'আহ্ কনসালট্যান্ট নিয়োগ	কিছু শরি'আহ্ পরিপন্থী পলিসি বন্ধ করার জন্য দীর্ঘ ডকুমেন্টস তৈরি
পুরনো ট্রেডিশনাল গ্রাহকদেরকে শরি'আহ্র ব্যাপারে চিঠি প্রেরণ	গ্রুপ টার্ম পলিসির শরি'আহ্সম্মত প্রপোজাল তৈরি
নতুন করে সনাতনী ধারার পলিসি বিক্রয় বন্ধ	তহবিল পৃথক কার্যকর করার জন্য ও এ্যাকউন্টস-এ শরি'আহ্ স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার জন্য রিপোর্ট তৈরি

ইসলামি রি-ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া	আইটি-বিভাগ থেকে তহবিল পৃথক করা ও শরি'আহ্সম্মত ডেশ বোর্ড প্রকাশ
তাকাফুলের বিনিয়োগ সুদমুক্ত করা	বয়স ভিত্তিক তাবাররু চালু
	ক্লেইম সাব কমিটিতে শরি'আহ্ প্রতিনিধির উপস্থিতি

২০২৩ এর শরি'আহ্ পরিপালন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ থেকে উত্তরণ চিত্র

২০২৩	২০২৪
ওয়াকালাহ তহবিলের ব্যয় কমিয়ে নিয়ে আসা	পূর্বের বছর থেকে তা কমে এসেছে। ২০২৩ এ তা ৭৫.০৩% ছিল। যা ২০২৪ এ ৬৬.৯৩% এ এসেছে।
তাকাফুল গ্রাহকদের টাকা শরি'আহ্সম্মত খাতে বিনিয়োগ করা	শরি'আহ্সম্মত বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে।
আইডিআরএ-এর সাথে শরি'আহ্ পরিপালন বিষয়ক চ্যালেঞ্জ নিয়ে একটি মতবিনিময় করা	চলমান
পুরনো সনাতনী পলিসির বিনিয়োগ ও নতুন তাকাফুলের বিনিয়োগ আলাদা করে হিসাব করতে হবে।	পৃথক করা হয়েছে।

কোম্পানির শরি'আহ্ পরিপালন বিবেচনায় 'শরি'আহ্ অবস্থান/ স্ট্যাটাস'

২০২৩	২০২৪
'কোম্পানি শরি'আহ্ পরিপালনে কাজ করে যাচ্ছে'।	'কোম্পানি শরি'আহ্ বাস্তবায়ন এবং পরিপালনে দৃশ্যমান অগ্রসর সাধিত হচ্ছে'।

বেঙ্গল ইসলামি লাইফ ইন্সুরেন্স শরি'আহ্ পরিপালন অগ্রসর করার পথে কাজ করে যাচ্ছে।

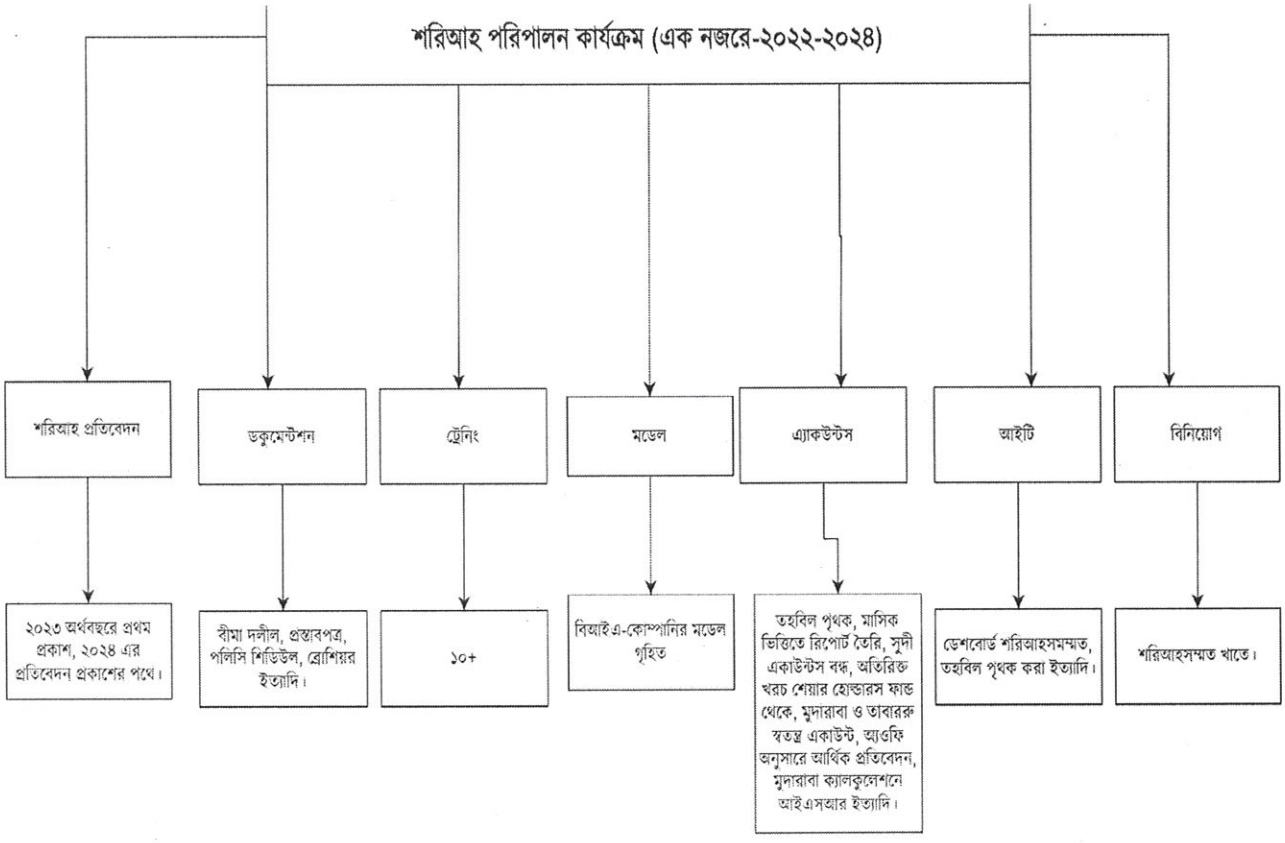

২০২৫ এর শরি'আহ্ পরিপালন অগ্রসর করা বিষয়ক পরিকল্পনা:

১. প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রম শরি'আহ্র অধীনে নিয়ে আসা।

২. ওয়াকালাহ, মুদারাবা ও তাবাররু তহবিলসমূহের আয়-ব্যয় বিষয়ে প্রতি মাসে আর্থিক রিপোর্ট প্রস্তুত করা। ওয়াকালাহ তহবিরের প্রতি মাসের উদ্বৃত্ত খরচ শেয়ার হোল্ডার্স তহবিল থেকে গ্রহণ করা। মুদারাবা ও তাবারু তহবিল অক্ষুণ্ন রাখা।

৩. বছরব্যাপী শরি'আহ্ ট্রেইনিং এর জন্য একটি ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা। যেন সকল স্তরের কর্মীগণ ট্রেইনিং এর আওতায় চলে আসেন। সকলের মাঝে তাকাফুল মানসিকতা উন্নত হয়।

৪. কোম্পানির ব্রাঞ্চসমূহে শরি'আহ্ রিভিউ করা।

৫. শরি'আহ্ বিষয়ক ডকুমন্টেস, তাকাফুল ধারণা বিষয়ে কর্মচারীগণের মূল্যায়ণ করে বার্ষিক মূল্যায়ণ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা।

৬. কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট আভ্যন্তরণীভাবে শরি'আহ্সম্মত উপায়ে অ্যাওফি অনুসরণ করত প্রণয়ণ করা।

৭. পূর্বে যেসব চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণ উপায় এবং প্রস্তাবনা নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নে ধারাবাহিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৮. আইএসআর অণুসারে মুদারাবা মুনাফা বন্টন আরও নিঁখুত করার জন্য বিশেষায়িত সফটওয়্যার বা যোগ্য টিম গঠনের উদ্যোগ নেয়া।

৯. একজন স্বতন্ত্র পূর্ণকালীন (Full Time) শরি'আহ্ অফিসার নিয়োগ দেয়া।

শেষ কথা,

বাংলাদেশে বীমা শিল্পে শরি'আহ্ পরিপালনের বাস্তব প্রচেষ্টা একেবারেই নতুন। যদিও ১৯৯৯ সন থেকে বরং এরও আগে থেকে ইসলামি বীমা শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত ইসলামি বীমা সেক্টরের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে শরি'আহ্ পরিপালন নিশ্চিত করার বিশেষ কোনও কার্যকরী উদ্যোগ ও পরিবেশ নেই। বৈধ বিনিয়োগ খাতসমূহও অপ্রতুল। এদিকে দিন দিন শরি'আহ্ বীমা বা তাকাফুলের প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের প্রয়োজনও রয়েছে। এরকম একটি প্রতিকুল পরিবেশে বেঙ্গল ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি. এর পরিচালনা পর্ষদ ও ম্যানেজম্যান্ট শরি'আহ্ পরিপালনের উদ্যোগ নিয়েছেন, যা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে। কোম্পানির শরি'আহ্ বোর্ড, শরি'আহ্ কনসালট্যান্ট ও কোম্পানির মাননীয় এমডি সাহেবসহ সংশ্লিষ্ট নানা জন দীর্ঘ শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন-কোম্পানির পুরো কার্যক্রম শরি'আহ্তে রূপান্তর করতে। এ যেনো মাঝ পথে গাড়ি টার্ন নেয়ার মতো বড় চ্যালেঞ্জ। এরপরও আমরা আশা করি-ইনশাআল্লাহ, সকলের প্রচেষ্টায় একদিন এ কোম্পানি বাংলাদেশে জীবন বীমায় শরি'আহ্ পরিপালনে একটি মাইলফলক হিসাবে প্রমাণিত হবে।

মুফতী মুহাম্মদ মহিবুল্লাহিল বাকী নদভী
চেয়ারম্যান
শরি'আহ্ সুপারভাইজরি বোর্ড

সাধারণ জিজ্ঞাসা (Frequently Asked Questions - FAQ)

প্রশ্ন ১: আমার পলিসির মুনাফা কিভাবে বণ্টিত হয়?

উত্তর: আপনার প্রিমিয়ামের বিনিয়োগ অংশটি একটি শরি'আহ্সম্মত **মুদারাবা বিনিয়োগ তহবিলে (PIF)** জমা হয় এবং হালাল খাতে বিনিয়োগ করা হয়। এই বিনিয়োগ থেকে যে মুনাফা অর্জিত হয়, তা **লাভ-লোকসান অংশীদারিত্বের** ভিত্তিতে আপনি এবং কোম্পানির মধ্যে ভাগ করা হয়।

এই মুনাফা বণ্টনের হার প্রতিটি গ্রাহকের জন্য একরকম নয়; বরং তা আপনার নির্বাচিত **তাকাফুল পরিকল্পনার (Takaful Plan)** উপর নির্ভরশীল। যেমন:

- **হজ্জ তাকাফুল প্ল্যান**-এর ক্ষেত্রে মুনাফার ৮০% গ্রাহক এবং ২০% কোম্পানি পায়।
- **একক প্রিমিয়াম তাকাফুল প্ল্যান**-এর ক্ষেত্রে এই হার ৭০% এবং ৩০%।
- **পেনশন তাকাফুল প্ল্যান**-এর ক্ষেত্রে এটি ৬০% এবং ৪০%।

এই ন্যায্য বণ্টন প্রক্রিয়াটি **Investment-Specific Rate of Return (ISR)** পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়, যা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করিা হবে। এটি নিখুঁতভাবে করার জন্য কোম্পানি অচিরেই স্বতন্ত্র সফটওয়্যার সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে যা অচিরেই বাস্তাবায়িত হবে।

প্রশ্ন ২: তাবাররু তহবিল থেকে আমি কী সুবিধা পাব?

উত্তর: তাবাররু তহবিল হলো একটি পারস্পরিক সাহায্য তহবিল, যা সকল গ্রাহকের চাঁদার অনুদান অংশ (Donation Part) দিয়ে গঠিত হয়। এর মালিক কোম্পানি নয়। বরং সকল অংশগ্রহণকারী যৌথভাবে এর মালিক। এটি কোনো ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য নয়, বরং সকল সদস্যকে সম্মিলিতভাবে ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরি। এই তহবিল থেকে পলিসি অনুযায়ী কোনো দুর্ঘটনা, অসুস্থতা বা মৃত্যুর মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় আর্থিক দাবি এই তহবিল থেকে তা পরিশোধ করা হয়।

সহজ কথায়, এটি তাকাফুলের মূল ভিত্তি, যেখানে সদস্যরা একে অপরকে আর্থিক বিপদে সহায়তা করেন।

প্রশ্ন ৩: নিষিদ্ধ আয় কী এবং এটি দিয়ে কী করা হয়?

উত্তর: নিষিদ্ধ আয় হলো এমন অল্প পরিমাণ অর্থ যা অনিচ্ছাকৃতভাবে শরি'আহ্সম্মত নয় এমন কোনো উৎস থেকে চলে আসে। আমাদের প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে এ ধরনের আয় এড়িয়ে চলে।

যদি কোনো নিষিদ্ধ আয় শনাক্ত হয়, তবে:

১। তা তাৎক্ষণিকভাবে হালাল তহবিল থেকে **আলাদা করা হয়**।

২। এই অর্থ কোম্পানি নিজে ব্যবহার করে না বা গ্রাহকদের মাঝে মুনাফা হিসেবে বণ্টনও করে না।

৩। সম্পূর্ণ অর্থটি কোনো প্রকার সওয়াবের নিয়ত ছাড়াই **দাতব্য কাজে দান করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে**।

উদাহরণস্বরূপ, ২০২৪ সালে ৩,৪৫০ টাকার নিষিদ্ধ আয় শনাক্ত করা হয়েছিল এবং তা সম্পূর্ণ সামাজিক কাজে দান করা হয়েছে। এটি আমাদের শরি'আহ্ পরিপালনের প্রতিশ্রুতির একটি অংশ।

প্রশ্ন ৪: আমার পলিসি যে শরি'আহ্সম্মত তা আমি বুঝবো কিভাবে?

উত্তর: আপনার পলিসিটি যে সম্পূর্ণ শরি'আহ্সম্মত, তা কয়েকটি বিষয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে:

- **শরি'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি:** আমাদের প্রতিষ্ঠানে একটি স্বাধীন **শরি'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি** রয়েছে, যেখানে দেশের প্রখ্যাত ফকিহ্ ও ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞরা আছেন। আপনার পলিসিসহ সকল পণ্য ও কার্যক্রম এই কমিটির দ্বারা অনুমোদিত ও নিরীক্ষিত। এটিই শরি'আহ্ পরিপালনের নিশ্চয়তা।

- **স্বতন্ত্র শরি'আহ্ কনসালট্যান্ট নিয়োগ:** সার্বক্ষণিক **শরি'আহ্** পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ **শরি'আহ্** বোর্ড থেকে একজন বিজ্ঞ সদস্যকে আলাদা করে **শরি'আহ্ কনসালট্যান্ট** হিসাবে নিয়োগ দিয়েছে, যা প্রতিদিনের **শরি'আহ্** পরিপালন কার্যক্রমকে আরও সুদৃঢ় করে।
- **চুক্তির ধরণ:** আপনার পলিসিটি **ওয়াকালা (প্রতিনিধিত্ব), মুদারাবা (লাভ-লোকসান অংশীদারি)** এবং **তাবাররু (পারস্পরিক অনুদান)** এই তিনটি শরঈ কাঠামোর উপর ভিত্তি করে তৈরি। এখানে প্রচলিত বীমার মতো শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের সম্পর্ক থাকে না।
- **মুনাফা বণ্টন:** আপনার বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে অর্জিত মুনাফা পূর্বনির্ধারিত হার অনুযায়ী আপনার এবং কোম্পানির মধ্যে বণ্টন করা হয় যা এখনো প্রক্রিয়াধীন।
- **স্বচ্ছতা:** প্রতি বছর আমরা এই **শরি'আহ্ পরিপালন প্রতিবেদনটি** প্রকাশ করা হয়, যেখানে সকল কার্যক্রমের স্বচ্ছ বিবরণ দেওয়া থাকে যা থেকে কোম্পানি কতটুকু শরি'আহ্ পরিপালন করছে তা জানা যায়।

প্রশ্ন ৫: তাকাফুল ও সাধারণ বীমার মাঝে পার্থক্য কী?

উত্তর: তাকাফুল (ইসলামি বীমা) এবং সাধারণ বীমার মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে। নিচে একটি সহজ তুলনার মাধ্যমে তা তুলে ধরা হলো:

বিষয়	তাকাফুল (ইসলামি বীমা)	সাধারণ বীমা
মূলনীতি	পারস্পরিক সহযোগিতা ও **ঝুঁকি ভাগাভাগি (Risk Sharing)**।	**ঝুঁকি হস্তান্তর (Risk Transfer)**। গ্রাহক প্রিমিয়ামের বিনিময়ে তার ঝুঁকি কোম্পানির উপর চাপিয়ে দেন।
তহবিলের মালিকানা	ঝুঁকি তহবিল বা 'তাবাররু ফান্ড'-এর মালিক গ্রাহকগণ সম্মিলিতভাবে।	সকল তহবিলের মালিকানা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের।
সম্পর্ক	গ্রাহকগণ একে অপরের সহযোগী এবং কোম্পানি এখানে একজন ব্যবস্থাপক বা মুদারিব।	কোম্পানি ও গ্রাহকের সম্পর্ক বিক্রেতা ও ক্রেতার মতো।
উদ্বৃত্ত (Surplus)	বছরের শেষে দাবি পরিশোধের পর ঝুঁকি তহবিলে কোনো অর্থ উদ্বৃত্ত থাকলে তা গ্রাহকদের মাঝে বণ্টন করা যেতে পারে।	কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের প্রাপ্য।
বিনিয়োগ	গ্রাহকদের প্রদত্ত অর্থ শুধুমাত্র শরি'আহ্ অনুমোদিত বা **হালাল খাতে** বিনিয়োগ করা হয়।	তহবিল যেকোনো খাতে বিনিয়োগ করা যেতে পারে, যার মধ্যে সুদভিত্তিক খাতও অন্তর্ভুক্ত।
তত্ত্বাবধান	একটি স্বাধীন **শরি'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি** দ্বারা সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা হয়।	শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কোনো ধর্মীয় তত্ত্বাবধান থাকে না।

রিপোর্ট প্রস্তুতকরণে
শরি'আহ্ কনসালট্যান্ট
বেঙ্গল ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি.
তাং ২৭-৪-২৫